বিএনপি
কালের হাতে কালে ধরা

সুভাষ সিংহ রায়

বিএনপি : কালের হাতে কালে ধরা
সুভাষ সিংহ রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৮৬

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ৫০০.০০

BNP : Kaler Hate Kale Dhora
By : Suvas Singho Roy
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 500.00 $15

ISBN : 978-984-98737-3-0

উৎসর্গ

ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া
আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক
ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী

প্রাক কথন

যারা রাজনীতি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন তাদের আবার তিনটি ধারা আছে। একটি হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা; দ্বিতীয়টি বাংলাদেশি মোড়কে পাকিস্তানপন্থি ধারা আরেকটি গত কয়েক বছরে সৃষ্ট প্রগতিবাদী মোড়কে আওয়ামী-বিরোধী ধারা। শেষোক্ত ধারার মানুষরা বেশ চালাক-চতুর। তাদের প্রতিনিধিদের একটা বড়ো অংশ সাবেক সোভিয়েতপন্থি এবং আশ্চর্যজনকভাবে সাবেক চিনাপন্থিদের সাথে গভীর মিল লক্ষ করা যায়। কিন্তু সাবেক চিনাপন্থিদের অপ্রকাশ্যধারার মানুষরা এখন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারের দেশগুলোর চলতি হাওয়ার গণতন্ত্রের সাথে মিলেমিশে আছে। সত্তর দশকে এই ধারার পূর্বসূরিরা চারু মজুমদারের নকশাল বাড়ির আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন; কানু সান্ন্যালদের মতো করে কথা বলতেন, বলতেন চিনের প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের পর সেনাশাসকদের পক্ষে জনমত গঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ড. হুমায়ুন আজাদ তার প্রবচনগুচ্ছে লিখেছিলেন : "বাঙলার বিবেক খুবই সন্দেহজনক। বাঙলার চুয়াত্তরের বিবেক সাতাত্তরে পরিণত হয় সামরিক একনায়কের সেবাদাসে।"

বাংলাদেশে গত ১০-১৫ বছরে বেশ কয়েকজন ইয়ার লতিফের জন্ম হয়েছে। আমরা ইতিহাস পাঠ থেকে জানতে পারি, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে যারা যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের মধ্যে মীরজাফর, উমিচাঁদ, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ যেমন ছিল। তাদের মধ্যে ভয়ংকর ছিল ওই সময়ের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ইয়ার লতিফ। বাংলাদেশে গত ৫২ বছরে অনেক ইয়ার লতিফের জন্ম হয়েছে আর ইয়ার লতিফরা সম্মিলিতভাবে বিএনপির জন্মের পেছনে ছিল। এখনও আছে সক্রিয়ভাবে। বাংলাদেশে ইয়ার লতিফরা একের পর এক ষড়যন্ত্র করেই যাচ্ছে। এ ধারার প্রথম সূচনা করা হয়েছিল ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ১০ মাসের মাথায় আওয়ামী ধারার থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে যারা বিভাজনের ধারা শুরু করেছিল তাদের দিয়ে। এটা ছিল চারু মজুমদারের নকশাল বাড়ি অন্দোলনের বাংলাদেশি সংস্করণ। কেউ

যদি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর 'হক কথা' আর জাসদের মুখপত্র 'গণকণ্ঠ'র প্রতিটি সংখ্যা নতুন করে পড়তে পারেন, তাহলে যে কেউ বিস্মৃত হবেন। তাকে কেউ কেউ মাওবাদী মওলানা বলতেন।

কিছুদিন আগে দুটি বই পড়লাম, মহিউদ্দিন আহমেদের লেখা '৭৩-এর নির্বাচন' ও '৭৪ এর দুর্ভিক্ষ'। দুটি বইয়ের সমস্ত তথ্যই বলতে গেলে 'গণকণ্ঠ' থেকে উৎকলন করা। এখনকার দিনে একটা পারসেপশন তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩-এর নির্বাচনকেও বিতর্কিত করার অক্লান্ত প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের সময় প্রথম বিতর্ক তৈরি করা হয় আওয়ামী লীগের 'নৌকা' মার্কা প্রতীক নিয়ে। জাসদের তৎকালীন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ উচ্চ আদালতে মামলা করেন,তার দাবি ছিল আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে। সে-সময়কার প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস স্পষ্ট রায় দিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক 'নৌকা' পূর্বের নির্বাচনে ছিল, অতএব এটা সিদ্ধান্তহীনতার কোনো অবকাশ নেই। শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতের বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর দ্বৈত বেঞ্চ রায় দেন, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক 'নৌকা' মার্কা থাকবে। আশির দশকের শুরুতে দেশবিরোধী শক্তি বুঝতে পেরেছিল তাদের বধিবে যে গোকুলে বারিছে সে। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে তারা বিচলিত হয়ে যায়। তারা রাষ্ট্র-কাঠামো তো দখল করেই, সাথে সাথে সমাজ-কাঠামোর ভেতরে ষড়যন্ত্রের কালো মাকড়সার জাল বিস্তার করতে থাকে। এবং রাষ্ট্র কাঠামো পাকিস্তানিকরণ করার বন্দোবস্ত করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই জনপদের মানুষের অনুভূতির সাথে মিশে যান। সেটা আর কেউ না বুঝলেও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান বুঝেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মওলানা সাহেব লন্ডন থেকে ঢাকা ফিরে এসে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, যে বাজে গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচিত হয়েছে, তার অধীনে কোনো নির্বাচন তিনি মানেন না। সেই সংবিধানের অধীনে নির্বাচন হলে আগে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা আবার ক্ষমতায় আসবে। অতএব, আওয়ামী লীগের অন্তর্নিহিত শক্তি তিনি জানতেন। মওলানা ভাসানীর সবচেয়ে কাছের মানুষের একজন মশিউর রহমান যাদুমিয়া, তিনি ছিলেন সিনিয়র মিনিস্টার এবং প্রধান পরামর্শদাতা। জিয়াউর রহমানের পাকিস্তান সফরের সময় ১৯৭৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকায় জিয়াউর রহমান ও মশিউর রহমান যাদুমিয়ার একটা ছবি ছাপা হয়েছিল এবং প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'Era Of Pakistan'।

দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার জিয়াউর রহমানের সিনিয়র মিনিস্টার মশিউর রহমান যাদুমিয়ার ভাই মোখলেসুর রহমান সিঁধু মিয়া এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন : "জিয়াউর রহমান কিন্তু বাংলা লিখতে-পড়তে জানতেন না। তিনি শেষের দিকে যা কিছুতে সই করতেন, সেটা করতেন শুধু বাংলায় 'জিয়া' লিখে। আপনারা যদি তাঁর স্বাক্ষর করা ফাইল ইত্যাদি দেখেন, তাহলে এই ব্যাপারটা লক্ষ করবেন। করাচিতে তিনি লেখাপড়া শিখেছেন। যৎসামান্য বাংলা বলতে পারতেন। বাংলা লেখাপড়া কিছু জানতেন না। প্রথম দিকে তিনি বাংলায় যে বক্তৃতা দিতেন সেগুলো উর্দুতে লিখতেন। লিখে তারপর তা-ই দেখে দেখে ভাষণ দিতেন।" [অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যা] আর কি বলার দরকার আছে বিএনপির জন্মদাতা কোন দেশের হয়ে কাজ করতেন।

পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল কাবুলে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে তার ভাষণে বলেছিলেন, "১৯৭২ সালে আমি সিমলায় গিয়েছিলাম, কারণ তখন আমাদের শান্তি দরকার ছিল। কিন্তু এখন পাকিস্তানের চেয়ে ভারতেরই বেশি শান্তি দরকার। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা এখন ভারত ও বাংলাদেশের নিজেদের স্বার্থের জন্যই দরকার।" তিনি আরও বলেন, "শিগগিরই এ অঞ্চলে কিছু বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।" ভুট্টো ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত এখানে দিয়েছিলেন ভাবলে সেটা হয়তো একটু বেশিই দূরদর্শিতা হয়ে যাবে, তবুও অনেকে এমন দাবি করেছেন। যা হোক, তিনি শুধু মোশতাক সরকারকে খুব দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং এ সরকারকে শক্তিশালী করতে তার পক্ষে যা করা সম্ভব, তার সবই করেছেন।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে ভুট্টোর ঢাকা সফরে যে ১০৭ সদস্য বিশিষ্ট দল আসে, তার মধ্যে থাকা এক সাংবাদিক সফর শেষে করাচি 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের সম্ভাবনার কথা লিখেছিল। তার কাছে এ সম্ভাবনাকে চমৎকার মনে হয়েছিল। কেউ ভাবতে পারেন একজন পাকিস্তানির পক্ষে হয়তো সেনা অভ্যুত্থান ছাড়া ক্ষমতার পালাবদলের অন্য কোনো উপায় ভাবা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনায় যারা এক ধরনের অসুস্থ আনন্দ পেয়েছিল, এমন অনেক পাকিস্তানিই সেটি লুকিয়ে রাখতে পারেননি। পাকিস্তানিদের মধ্যে যারা তখনও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানিসেনার আত্মসমর্পণের অপমান ভুলতে পারেনি, তারা

ভাবছিল এ রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু পাকিস্তানি সংবাদপত্র সেদিন শেখ মুজিবকে একজন 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার মর্মান্তিক মৃত্যুকে বলে 'পাপের শাস্তি'। জেড এ সুলেরি-র মতো পাকিস্তানের তখনকার শীর্ষ পর্যায়ের সকলেই পাকিস্তানকে ভেঙে দুই টুকরা করার জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক মুজিবের মৃত্যুতে সন্তুষ্ট ছিলেন। লাহোরের একটি দৈনিকে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, 'যতক্ষণ মুজিব জীবিত থাকবেন, ততক্ষণ পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না।' তার মতে, পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির আগেই বিনাশর্তে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেওয়াটা ছিল একটি বড়ো ভুল। পাঞ্জাব শেখ মুজিবের বিনাশর্তে মুক্তি মেনে নিতে পারেনি। সুলেরি-র মতে, শেখ মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিন দাঁড়াতে পারত না। অতএব, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় জিয়াউর রহমান পাকিস্তান-প্রভুদের ক্রীড়ানক হিসেবে সবসময় কাজ করেছেন। ১৯৭৮ সালে সমর-প্রভু যে সংগঠনটির জন্ম দেন তার নাম 'জাগদল' এবং পরে এটার নাম দেওয়া হয় 'বিএনপি'। ১৯৯১ সালে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-র পক্ষ থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে ৫০ কোটি পাকিস্তানি রুপি দেওয়া হয়েছিল। টাকা দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই বিএনপি-প্রধান খালেদা জিয়াকে ৫০ কোটি টাকা দিয়েছিল বলে সংস্থাটির তৎকালীন প্রধান লে. জেনারেল আসাদ দুররানি পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্টে ২০১২ সালে হলফনামা দিয়ে স্বীকার করেছিলেন। এই খবর বাংলাদেশের মিডিয়ায়ও প্রচারিত হয়েছিল। ২০১২ সালে ১৭ মার্চ 'দ্য ডেইলি স্টার' পত্রিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। মধ্যবয়সি কিছু শিক্ষিত মানুষ বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে। গণমাধ্যমে তাদের কথা শুনে মনে হবে তারা সবজান্তা। কিন্তু ড. অমর্ত্য সেন তার আত্মজীবনী গ্রন্থ 'জগৎ কুটির' বইতে লিখেছেন : "আল বিরুনি লিখেছেন, ভারতীয় গণিত খুবই ভালো; কিন্তু এদেশের মননজীবীরা অন্য একটি ব্যাপারে বিলক্ষণ গুণী; সেটি হলো, যে বিষয়ে কিছুই জানা নেই, তা নিয়েও অনর্গল বলে যাওয়ার ক্ষমতা।" তাদের অধিকাংশ বাংলাদেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত হতে গিয়ে বিএনপি-জামাতের কুশীলব হয়ে গেছে। কিন্তু তারা এখন কালবেলায়; যেমন কালবেলায় বিএনপি।বই এর লেখাগুলো 'দৈনিক কালবেলা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি কালবেলার সম্পাদক প্রকাশক শ্রী সন্তোষ শর্মাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সূচিপত্র

বিদেশে বিএনপি'র প্রভু	১৩
বিএনপির প্রতিহিংসার রাজনীতি	১৯
বিএনপির কূটনীতির রকমফের	২৫
বঙ্গবন্ধুর হত্যা পরবর্তী বিএনপির রাজনীতি	৩০
জিয়াউর রহমান: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের আগে ও পরে	৩৬
জিয়াউর রহমান : দখলদার শাসক	৪৪
বিএনপির ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট, সংস্কারের বাইরে	৫৫
বিএনপির পাকিস্তানি মন	৬১
বিএনপির পাকিস্তানি চিন্তা ও ভারতবিরোধিতা ছাড়া আছে কী?	৬৮
বিএনপির আত্মহনন মনস্কতা	৭৫
বিএনপির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ	৮১
বিএনপির রাজনীতি ও জনপ্রত্যাশা	৮৭
জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডি	৯২
বিএনপির দুর্নীতি নিয়ে কথকথা	৯৭
বিএনপির শাসনামল: প্রলয়ের দুর্গাপূজা	১০৩
বিএনপির ২৮ অক্টোবর মহড়া	১১০
হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি	১১৪
আওয়ামী লীগ সবসময় শান্তির কথা বলেছে	১২০
এক-দফার মানে কী?	১২৭
বিএনপির নির্বাচন যাত্রা	১৩৪
বিএনপির নির্বাচন বর্জন: অস্থিশূন্য খোলস	১৩৯
বিএনপি এখন করবে কী?	১৪৫
বিএনপির বিভ্রান্তকর অপ-প্রচার ও আগুন সন্ত্রাস	১৫৪
আগামী ৬ দিন বিএনপিকে কারা সহযোগিতা করবে?	১৫৯
বিএনপি আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগে রূপান্তর	১৬৫
দুর্বল চিত্রনাট্য ও বিএনপির অফিস নাটক	১৭১

বিদেশে বিএনপি'র প্রভু

স্বৈরশাসক আইয়ুব খান একটি বই লিখেছিল। বইটার নাম ছিল 'Friends not Masters'. জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বেগম খালেদার জিয়া নামে দেয়ালে দেয়ালে চিকা মেরেছিল। আইয়ুব খানের সেই উক্তির বঙ্গানুবাদ করে তারা লিখেছিল 'বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে প্রভু নেই'।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত সেই বই 'Oxford University Press' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বই প্রকাশিত হওয়ার ২৪ বছর পর ১৯৯১ সালে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর পক্ষ থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে ৫০ কোটি পাকিস্তানি রুপি দেওয়া হয়েছিল। টাকা দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়াকে ৫০ কোটি টাকা দিয়েছিল বলে সংস্থাটির তৎকালীন প্রধান লে. জেনারেল আসাদ দুররানি পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে ২০১২ সালে হলফনামা দিয়ে স্বীকার করেছিলেন। এই খবর বাংলাদেশের মিডিয়ায়ও প্রচারিত হয়েছিল। ২০১২ সালে ১৭ মার্চ 'দ্য ডেইলি স্টার' পত্রিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল।

Ex-ISI chief admits funding BNP polls '91

Former ISI chief Asad Durrani has admitted funding BNP during the 1991 parliamentary elections.

The admission came during a Pakistan Supreme Court hearing on the sPz agency's mandate on Wednesday.

A three-member bench of the apex court headed by Chief Justice Iftikhar Muhammad Chaudhary grilled the former sPz boss on Inter Services Intelligence's funding for politicians both in and outside Pakistan.

Recently a UAE-based daily had alleged that ISI paid Rs 50 crore to BNP Chairperson Khaleda Zia ahead of the 1991 elections in which the party won and formed the government.

There are allegations that the ISI has been active in Bangladesh whenever BNP has been in power (1991-96) and later during 2001-06.

The sPz agency was also alleged to have launched a campaign from Bangladesh to destabilise the Northeast by patronising and providing logistic support, including funds, to the insurgent groups operating from Bangladesh.

The Daily Star

1848 EUROPEAN UPHEAVAL
A lesson for the Middle East and the future of Arab Spring

REVISITING THE PAST
Two reviews from Syed Badrul Ahsan

'JAPANI BODHU'
A film on a nondescript Bangalee woman's Tokyo visit 100 years back

Ex-ISI chief admits funding BNP polls '91

THE DAILY MAIL ONLINE

Former ISI chief Asad Durrani has admitted funding BNP during the 1991 parliamentary elections.

The admission came during a Pakistan Supreme Court hearing on the spy agency's mandate on Wednesday.

A three-member bench

SEE PAGE 19 COL 8

Ex-ISI chief

FROM PAGE 1

of the apex court headed by Chief Justice Iftikhar Muhammad Chaudhary grilled the former spy boss on Inter Services Intelligence's funding for politicians both in and outside Pakistan.

Recently a UAE-based daily had alleged that ISI paid Rs 50 crore to BNP Chairperson Khaleda Zia ahead of the 1991 elections in which the party won and formed the government.

There are allegations that the ISI has been active in Bangladesh whenever BNP has been in power (1991-96) and later during 2001-06.

The spy agency was also alleged to have launched a campaign from Bangladesh to destabilise the Northeast by patronising and providing logistic support, including funds, to the insurgent groups operating from Bangladesh.

The ISI is alleged to have supported a network in Bangladesh, which includes Jamaat-e-Islami, BNP and Northeast rebel groups during the BNP's rule.

পৃথিবীর কোনো দেশের সাবেক সরকার প্রধান অন্য দেশের পত্রিকায় দেশবিরোধী লেখা ছাপিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন টাইমস পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে 'ZIA: The thankless role in saving democracy in Bangladesh: Corruption and stealing threaten a once-vibrant nation' শিরোনামে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের দলীয় অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন কামনা করেন খালেদা জিয়া।৩০ জানুয়ারি লেখাটি ওয়াশিংটন টাইমসে প্রকাশের পরপরই ব্যাপক আলোড়ন তোলে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পাঠক মহলে। ওই প্রবন্ধে খালেদা জিয়া বলেন– বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদাসীন থাকলে তাকেও এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আনুগত্য অন্যান্য উদীয়মান পরাশক্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারপর তিনি লিখেছেন, তার মানে এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য এজেন্সি কিছুই করছে না। পাঠক একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করে থাকবেন যে পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিএনপি যে সরাসরি বিরোধিতা করেছে তার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি এই লেখার মধ্যে আছে। লেখা প্রকাশের ছয় মাস পূর্বে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন প্রত্যাহার করেছিল এবং এই প্রকল্পে দুর্নীতি ও অর্থ তসরুপের তদন্ত করার পরামর্শ দিয়েছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা খালেদা জিয়ার এই মন্তব্যে বোঝা যায়, বাংলাদেশের পদ্মা ব্রিজে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বাতিল হওয়ার বিষয়টি তার কাছে অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক বিষয় ছিল। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জিএসপি সুবিধা বাতিলের পেছনে যে, লবিস্টের মাধ্যমে বিএনপি এবং তাদের নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র ছিল, এটি খালেদা জিয়ার লেখাতেই পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। খালেদা জিয়া লিখেছেন, 'তাদের (যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের) অবশ্যই শেখ হাসিনাকে বোঝাতে হবে যে, বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল করা হবে যদি তার রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধী ও শ্রমিক অধিকার নিয়ে সচেষ্ট ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া না হয়।' খালেদা জিয়া তার লেখায় বাংলাদেশের ওপর বিভিন্ন পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা

আরোপের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের অনুরোধ জানান। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের সমালোচনা করেন।

খালেদা জিয়া লেখেন, 'তাদের (যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের) এসব পদক্ষেপ হতে হবে অবশ্যই শক্তিশালী ও দৃশ্যমান– যেন আমাদের জনগণ তা দেখতে এবং শুনতে পারে। এর মাধ্যমেই সারাবিশ্বকে গণতন্ত্রায়নে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের মিশন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র ও সারাবিশ্বের কোনো কিছু করার এখনই উপযুক্ত সময়।' নিবন্ধ প্রকাশের পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের এক সভায় মওদুদ আহমদ বলেছিলেন, "সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এসব বিষয়ে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খালেদা জিয়া ওয়াশিংটন টাইমসে নিবন্ধ লিখেছেন। গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করার জন্য এই নিবন্ধ লেখা হয়েছে।" সরকারি দলের নেতাদের সমালোচনার জবাবে তিনি আরও বলেছিলেন, "সরকারের আঁতে ঘা লেগেছে বলেই বিরোধীদলীয় নেতার প্রকাশিত নিবন্ধ নিয়ে গতকাল (৩১ জানুয়ারি) সংসদে কুরুচিপূর্ণ ভাষার সমালোচনা করা হয়েছে। তাদের সমালোচনাই প্রমাণ করে বিরোধী দলীয় নেতা নিবন্ধে সত্য কথা বলেছেন।" মওদুদের পাশাপাশি মির্জা ফখরুলও ৬ ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন, "দেশের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে বিরোধীদলীয় নেতা এই নিবন্ধ লিখেছেন। দেশের নাগরিক হিসেবে তিনি (খালেদা জিয়া) তা লিখতেই পারেন।

২.

গত ৫২ বছরের ইতিহাসে বিএনপি তিনবার ক্ষমতায় ছিল। জিয়াউর রহমানের একবার ক্ষমতা গ্রহণ আর বেগম খালেদা জিয়ার দু'–মেয়াদে ক্ষমতায় ছিল (যদি '৯৬ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচনে দেড় মাস ক্ষমতায় ছিল)। সেসময়কার পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পর্ক কেমন ছিল তা একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে।

১৯৭৭: ৩০ এপ্রিল, বালাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি দেশ পরিচালনায় ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন।